ভোট সুষ্ঠ হলে আবারও চেয়ারম্যান হবো – – আখের উজ্জামান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আখের উজ্জামান। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। আজকের সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

আখের উজ্জামানঃ আপনারা জানেন আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি।জনগন আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে যদি জনগন যদি আবারও চাই আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বি এন পি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

আখের উজ্জামানঃ কোন নির্দেশনা আসেনি তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু যায়গা তে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনঃ জনগন কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেনঃ
আখের উজ্জামানঃ আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে শুরু করে করোনা কালিন সময় ১০ কেজি,১৫ কেজি,৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধ সকল প্রকারজিনিস অসহায় মানুষের দারে পৌছে দিয়েছি।আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প সেই সল্পতা থেকে

আমি সকলকে সন্তস্ট রাখার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপির কাছে থেকে নোমেনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদি?
আখের উজ্জামানঃ আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি। এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগনের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমেনেশন দিবে।নোমেনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগন আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?
আখের উজ্জামান: আমার ধানখোলা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পাশে যে যায়গা আছে সেখানে বড় করে একটা মার্কেট স্থাপন করবো। এবং ইউনিয়ন পরিষদের সর্বচ্চ সেবা মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে চাই।

আমার বিশ্বাস দল আমাকে মূল্যায়ন করবে — শাহজামান (ভিডিও সহ)

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শাহজামান।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

শাহজামান: ২০১৬ সালের এপ্রিলের দিকে বুড়িপোতা ইউপিসহ সদর উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। ঐ নির্বাচনে আমি ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হই। ইতোমধ্যে সাড়ে চার বছর যাবত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছি। পুনরায় নির্বাচন চলে আসলো। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমিও আমার মত করে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী ?

শাহজামান: আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বুড়িপোতা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সেই সাথে প্রায় সাড়ে চার বছর যাবত চেয়ারম্যান হিসেবে আছি। আমি নির্বাচনের আগে জনগণকে যে আশা প্রত্যাশা দিয়ে নির্বাচনের মাঠে নেমেছিলাম, তার আশি ভাগ আমি বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। আমাদের মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ও বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর সহযোগীতায় আমরা উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করতে পেরেছি। যেগুলোর মধ্যে এখনো কিছু কাজ চলমান রয়েছে। সবমিলিয়ে বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি। তাই আশাবাদী আগামী নির্বাচনে দলীয় সমর্থন আমি পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপি বা স্বতন্ত্র কোন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে মনে করেন?
শাহজামান: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে নির্বাচন মানায় না। প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ঠিক নেতৃত্ব উঠে আসুক এটাই আমি চাই। আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে সুখে দুখে জনগণের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে তাদের সাথে মিশে খাদেম হিসেবে কাজ করেছি। আমার মনে হয় আমার প্রতি জনগণের একটা আস্থা রয়েছে। সেই জায়গাটা আমি তৈরি করতে পেরেছি। দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হলে জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে বলে আমি আশা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি গুলো কতটুকু

বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

শাহজামান: বিগত নির্বাচনে আমার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল তার ৮০ ভাগ বাস্তাবায়ন করতে পেরেছি। আগামী কয়েক মাস এখনো সময় আছে এরমধ্যে আরও কিছু কাজ করতে পারবো বলে আশা করছি। আমার ইউনিয়নের রাস্তাগুলোর কাজ প্রায় শেষ। অল্প কিছু বাকি আছে। সেগুলোও অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে। আমাদের ইউনিয়নের প্রতি আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের একটি সুদৃষ্টি আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামীতে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

শাহজামান: আমার ইউনিয়নে দুইটা বড় কাজ এখনো বাকি আছে। আমাদের রাধাকান্তপুর ও রাজাপুরে ব্রিজ এবং প্রতি বছর বর্ষায় আমাদের মাঠের ফসল ডুবে যাচ্ছে। খননের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আমাদের আশ^◌াস দিয়েছেন আগমী বাজেটে রাধাকান্তপুর ব্রিজটি। এর পরেই রাজাপুর ব্রিজটি হবে ইনশাআল্লাহ।
পানি নিষ্কাশনের বিষয়ে ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী সাহেবের নির্দেশে অতি দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটি করতে পারবো বলে আশা করছি। সব মিলিয়ে বুড়িপোতা ইউনিয়নকে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

মেপ্র/এমএফআর

জনগণের উপর আমার আস্থা আছে – গোলাম সাকলায়েন ছেপু

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ

জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। ৫ম পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?
গোলাম সাকলায়েন ছেপু: আমি দলীয় মনোনয়ন নৌকা পেয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এছাড়াও বিগত বছর গুলোতে আমার প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি কাজ করেছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করে আসছি। আমি ছাত্ররাজনীতি করেছি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। আমি জনগণের প্রাণের দাবী তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করছি। সেই সাথে আমার গাংনী এবং মেহেরপুরের নেতা বর্গও জানেন আমি কি করেছি দল ও জনগণের জন্য। তাছাড়া বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা আছেন তারাও আমার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পেয়েছেন। তাই জনগণ আমাকে চাই তাই আমি শতভাগ আশাবাীদ আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতীতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমাকে পূনরাই মনোনয়ন দিবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পূণরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?
গোলাম সাকলায়েন ছেপু: আমার ইউনিয়নের সবার কাছে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সকল সেবা পৌঁছে দিয়েছি। ১০ কেজি চাউল, ১৫ কেজি ৩০ কেজি বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা সহ প্রতিবন্ধী মুক্ত ইউনিয়ন মুক্ত বলতে পারি। কাজী জনগণকে রাস্তা ঘাটের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো আমি বাস্তবায়ন করেছি। আর মাত্র তিনটা রাস্তা বাকি ছিলো সেগুলো প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে হয়ে যাবে।

বলতে গেলে, আমি বলবো, এমন কোন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেটা চলাচলের অনুপযোগী। কৃষকরা মাঠে পায়ে হেটে যেতে পারতো না। সেখানে এখন পাকা রাস্তা হয়েছে। করোনাকালীন আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি। তাই জনগণের উপর আমার আস্থা আছে। পূণরায় আমাকে

নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচনে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ন হবে?
গোলাম সাকলায়েন ছেপুঃ অবস্যই সুষ্ঠ নির্বাচন হবে। তবে বিএনপিকে বাংলাদেশের সংকটময় সময়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই আমি তাদের সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করি না। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে। তাই আমি মনে করি এই উন্নয়নের ধারাবহিকতা রক্ষা করার জন্য জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্ধারণ করা প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবে।
মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার পরিষদে কোন প্রকার অনৈতিক দেখা দিলে আপনার ভূমিকা কি থাকে?

গোলাম সাকলায়েন ছেপুঃ বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা,প্রতিবন্ধী ভাতা, এই গুলোর কার্ড বিতরণ করার দিন সকলে আমার ইউনিয়ন পরিষদে ডাকা হয়।তার পর আমি হ্যান্ড মাইক নিয়ে তাদের বলি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আপনাদের বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ভাতা দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনারা যদি কোন প্রকার টাকা কাউকে দিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। আর যদি এমন কিছু ঘটে সরাসরি আমাকে জানাবেন তাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নিবো। আমার মেম্বার রা যারা আছেন তাদেরো এই ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। যদি কেউ করেও থাকে তাদের সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় হলে কি কি করতে চান?
গোলাম সাকলায়েন ছেপু: আমি পুনরায় নির্বাচিত হলে আমার রাইপুর ইউনিয়ন কে মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেই সাথে আমার সকল উন্নয়ন মূলক কাজের সাথে সাথে বেকার মুক্ত করণ করে বেকার দের কর্মসংস্থান ও মাদকমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

জনগণের ভালোবাসায় আবারও

নির্বাচন করতে বাধ্য হচ্ছি-আমাম হোসেন

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন (মিলু)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

আমাম হোসেন মিলু – আমি পরপর দুইবার আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী হিসেবে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। জনগণের দেওয়ায় বিপুল পরিমাণ ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এরই ধারাবহিকতায় আমি বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আসন্ন ইউপি নির্বাচনে আমি অংশ নিতে চেয়েছিলাম না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে বাধ্য করেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন-আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আমাম হোসেন মিলু- আগামী নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী। ২০১১ সাল থেকে আমি নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি যথাযতভাবে পালন করেছি। আজ পর্যন্ত কোন ধরনের দুর্নীতি আমি নিজে করিনি এবং আমার ইউনিয়নের কোন সদস্যকে করতেও দিইনি। সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এছাড়াও আমি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সেক্ষেত্রে আমার ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিকল্প কিছু ভাববে বলে আমার মনে হয়

না। ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেকেই প্রার্থী হতে চাইবে। সবাই সবার মত করে মনোনয়ন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে দলের হাইকমান্ড আছে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রি ফরহাদ হোসেন এমপি আছেন। উনি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিটি ইউনিয়নে যোগ্য প্রার্থীরাই মনোনয়ন পাবে বলে আমি আশা করছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন -বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ নেয় তাহলে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন?

আমাম হোসেন মিলু- বিএনপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে এ জন্য আমি তাদের স্বাগতম জানাই। একটি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে না যায় তবে সেই দলের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যরাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। তারপর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য যে পরিমাণ উন্নয়ন করেছে এবং এই ধারাবাহিকতায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এতে জনগণ অন্য কোন দলকে সমর্থন করবে বলে আমার মনে হয় না। এছাড়াও বিএনপির মনোনয়ন বানিজ্যের কারণে ঐ সংগঠনের উপর জনগণের আস্থা হারিয়ে গেছে। আমি মনে করি আগামী ইউপি নির্বাচনে শুধু মহাজনপুর ইউনিয়নই না, মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়নেই নৌকার প্রার্থী জয়ী হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন- দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

আমাম হোসেন মিলু-আপনারা জানেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একটি সন্ত্রসী অধ্যুষিত এলাকা ছিল। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারতো না। আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আমার মূল লক্ষ্য ছিল এলাকা থেকে সন্ত্রাস দমন করা। মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ও প্রশাসনের সহযোগীতায় মহাজনপুর ইউনিয়ন এখন সন্ত্রাস মুক্ত। এটা আমার জন্য বড় সাফল্য। এছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান গুলো চাকচিক্য করাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি কাজ করতে চান?

আমাম হোসেন মিলু -আমদের উন্নয়নমূলক কিছু কাজ বাকি আছে। রাস্তার

কিছু কাজ এখনো করা হয়নি। ব্রিজ এবং কালভাট কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজন। আমাদের বিলের সুইচ গেটের জন্য জলাবদ্ধতার কারণে এবার বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এই বিলটি খনন করে সুইচ গেটটি মেরামত করতে হবে। আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহদ্বয়ের অত্যন্ত সু দৃষ্টি আছে আমাদের ইউনিয়নের প্রতি। আমি আশা করছি আগামী এই সকল কাজ গুলো আমি করবো।

সততার পুরষ্কার আমি পাবো- বোরহান উদ্দিন

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে।

কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক মর্তুজা ফারুক রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

বোরহান উদ্দিন: আমি মনে করি আমঝুপি ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আমি দায়িত্ব পালন করে আসছি। বিতর্কিত কোন কাজ আমি করিনি। তারপরও দলীয় সিদ্ধান্ত আমার কাছে বড় বিষয়। আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ যদি চায় আমি আবারও ইউপি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

বোরহান উদ্দিন: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে বিগত নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছিল। সেখানে আমি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পালন করেছি। আপনারা জানেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে দিয়েছে। এখানেও আমি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস আমি সততার পুরষ্কার পাবো। দলীয় সমর্থন নিয়ে আবার নির্বাচনে অংশ নিতে চাই।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগনের প্রতি আপনার কোন প্রতিশ্রুতি ছিল কি না? থাকলে সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন?

বোরহান উদ্দিন: বিগত নির্বাচনে আমার জনগণের প্রতি তেমন একটা প্রতিশ্রুতি ছিল না। তবে চেয়ারম্যান হিসেবে আমার যতটুকু দায়িত্ব পালন করার কথা সেটা আমি শতভাগ পালন করেছি। আমার ইউনিয়নের সকল ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা অন্য ইউনিয়নে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আমার ইউনিয়নের যুবসমাজের জন্য খেলার মাঠটি দৃষ্টি নন্দন করেছি। একটি অত্যাধুনিক পাবলিক ক্লাব করা হয়েছে। যে একটি সুন্দর ব্যামাগার আছে যা মেহেরপুর জেলার ভিতর নেই। সেই সাথে এই ক্লাবে এলাকার বেকার যুবকদেও স্বাবলম্বি করার জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে আমঝুপি ইউনিয়নকে ভেঙে শ্যামপুর নামের আরও একটি ইউনিয়ন করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে এর কেমন প্রভাব পড়বে?

বোরহান উদ্দিন: আপনারা জানেন আমঝুপি ইউনিয়ন খুলনা বিভাগের মধ্যে সব থেকে বড় একটি ইউনিয়ন ছিল। এটি ভেঙে দুইটি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে নতুন ইউনিয়ন পরিষদ তৈরি হবে, নতুন জনপ্রতিনিধি তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ গ্রহন করার ঘোষণা দিয়েছে। একই সাথে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন হবে?

বোরহান উদ্দিন: বিগত নির্বাচনেও বিএনপি অংশ নিয়েছিল, এবং সুষ্ঠ পরিবেশে ভোট হয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশে

ভোট হবে বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে আমার আমঝুপি ইউনিয়নে জনগণ উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবে ইনশাল্লাহ।

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন

বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা

অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

বাগোয়ান ইউনিয়নকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই – আয়ুব হোসেন (ভিডিও সহ)

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব।
প্রথম পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর

উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক মর্তুজা ফারুক রুপক।
সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

আয়ুব হোসেন: আমি দলীয় মনোনয়ন নৌকা পেয়ে জনগনের ভোটে পর পর দুইবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এছাড়াও বিগত বছর গুলোতে আমার প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি কাজ করেছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে রাজনিতি করে আসছি। আমি ছাত্ররাজনীতি করেছি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। ইতিমধ্যে আমি খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে পুরুষ্কারও পেয়েছি। তাই আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামীলীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকান্ড দেখে জেলা আওয়াম ◌ীলীগের সভাপতি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আমাকে সমর্থন করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগনের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগন আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

আয়ুব হোসেন: আমার কাজ শুধু ইউনিয়ন কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ না। আমি মুজিবনগর উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ছিলাম। সে হিসেবে গোটা উপজেলার উন্নয়নেও আমি কিছুটা হলেও ভুমিকা রেখেছি। আমার ইউনিয়নের কথা বলতে গেলে, আমি বলবো, এমন কোন রাস্তা খুজে পাওয়া যাবে না যেটা চলাচলের অনুপযোগী। কৃষকরা মাঠে পায়ে হেটে যেতে পারতো না। সেখানে এখন পাকা রাস্তা হয়েছে। কৃষকরা তাদের পন্য সরাসরি গাড়িতে করে বাজারজাত করতে পারছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগনকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালিন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌছে দিয়েছি। তাই জনগনের উপর আমার আস্থা আছে। পুনরায় আমাকে নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতিমধ্যে বিএনপি ঘোষনা দিয়েছে নির্বাচন

গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ন হবে?

আয়ুব হোসেন:: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগন জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহন করবে। যেখানে জনগন ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। এই উন্নয়নের ধারাবহিকতা রক্ষা করার জন্য জনগন জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্ধারণ করা প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মহেরপুরের আওয়ামী লীগে কোন বিভক্তি আছে বলে মনে করেন? যদি বিভক্তি থাকে তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতন্ত্র প্রার্থী হলে নির্বাচন কেমন হবে?

আয়ুব হোসেন: মেহেরপুরের আওয়ামী লীগে কোন বিভক্তি আছে বলে আমার মনে হয়না। যারা আওয়ামীলীগ করে তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নৌকার সৈনিক। যারা নৌকার লোক পরিচয়ে নৌকার বিপক্ষে ভোট করবে তারা হাইব্রিড আওয়ামী লীগ। সেক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে জন সমর্থন পাবে বলে আমার মনে হয়না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

আয়ুব হোসেন: আমার বাগোয়ান ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি ধরে রাখবো।

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন

কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের বিশাল আম বাগানে ১৭ এপ্রিল উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বলে পরবর্তীতে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম সরকারের শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নাম করণ করা হয় নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘মুজিবনগর’। আর মুজিবনগর কে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করে নতুন সরকার। সেই ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সকল দলিল, নথি, প্রকাশনা ও সম্প্রচারে রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মুজিবনগর হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও অপর বহু রাষ্ট্রের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এবং দেশ বিদেশের গণ মাধ্যমে মুজিবনগর কে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম সরকার কে ‘মুজিবনগর সরকার’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা কে মুজিবনগর হিসেবে নাম করণ করে রাজধানী ঘোষণার আগে, বাংলাদেশের প্রথম সরকার অপর কোন শহর, গ্রাম বা স্থানকে কখনোই রাজধানী ঘোষণা করেনি। পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়া কেও নয়।

৩। ২৫ মার্চ রাতে নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর ঘৃণ্য আক্রমণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি উল্লেখ যোগ্য ঘাঁটি ছিল চুয়াডাঙ্গা। আমাদের মনে আছে এত দঞ্চলে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুষ্টিয়াতে এবং সে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রায় তিন সপ্তাহ চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন ও মুক্ত ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নির্দেশনায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গায়। যেমন টি হয়েছিল মেহেরপুর ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অপর কয়েক টি স্থানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

কন্যাসহ করোনায় আক্রান্ত ঐশ্বরিয়া

বলিউডের বিখ্যাত বচ্চন পরিবারে হানা দিয়েছে করোনাভাইরাস। অমিতাভ বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চনের পর এবারঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং অমিতাভের আট বছরের নাতনি আরাধ্যা বচ্চনের করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আজ রবিবার দুপুরে ভারতের মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে টুইট করে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি লিখেন, ‘ঐশ্বরিয়া এবং আরাধ্যা করোনায় আক্রান্ত। বচ্চন পরিবারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

গতকাল শনিবার জয়া বচ্চন এবং ঐশ্বরিয়ার অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। কিন্তু আজ রবিবার তাদের লালারসের নমুনা পরীক্ষা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিকে অমিতাভ বচ্চনের দ্বিতীয়বার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। নানাবতী হাসপাতাল জানিয়েছে, আপাতত অমিতাভের অবস্থা স্থিতিশীল।

অন্যদিকে অমিতাভের জীবনসঙ্গী জয়া বচ্চন এবং কন্যা শ্বেতা নন্দার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গেছে। শ্বেতার দুই সন্তান অগস্ত্য এবং নভ্যা নভেলির করোনা রিপোর্টও নেগেটিভ এসেছে। অভিষেক বচ্চনও আগের চেয়ে ভালো আছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বচ্চন পরিবারের বিলাসবহুল বাড়ি ‘জলসা’ জীবানুমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

ভারি বৃষ্টি ও উজানের ঢলে পানিবন্দি ৫০ হাজার মানুষ

ভারি বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় শতাধিক চর ও নদীসংলগ্ন গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে ৫০ হাজার মানুষ। ঘর-বাড়িতে পানি ওঠায় অনেকেই রাস্তা ও বাঁধের ওপর আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন।

এদিকে পানি বৃদ্ধি পেয়ে নদ-নদীর অববাহিকার নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলগুলোতে পানি ঢুকে পড়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে চরাঞ্চল ও নদ-নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষ। প্রথম দফা বন্যার পানি নেমে যেতে না যেতেই আবারও বন্যার কবলে পড়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছে তারা।

ধরলার পানি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের কালুয়ার চর ও সদর উপজেলার সারডোব বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে। একইভাবে তিস্তার ভাঙনে দলদলিয়া ইউনিয়নের সরদারপাড়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভাঙনের কবলে পড়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম জানিয়েছেন, জেলায় ১৯টি পয়েন্টে ভাঙন তীব্র রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে ১১টি পয়েন্টে জরুরি ভিত্তিতে বালুভর্তি জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম জানান, বড় বন্যার আশঙ্কায় মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে স্কুল এবং আবাসনগুলোকে প্রস্তুত রাখা এবং বন্যাকবলিত এলাকার মানুষকে উদ্ধারে নৌকা প্রস্তুত রাখার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী মজুদ করা হয়েছে।